বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.lawjusticediv.gov.bd

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রণালয়গুলোর একটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে আইন ও বিচার বিভাগ কাজ করে চলছে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রী হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের মুখ্য কর্মকান্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করা। প্রতিবেদনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ; মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার; নিবন্ধন অধিদপ্তর; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মূল কর্মকান্ডসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সমাপ্ত কার্যাবলি এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারের কর্মবন্টন বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি, অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া সরকার পক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপিল দায়ের এবং সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত আপিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত-সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা এ বিভাগের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম স্বপ্ন ছিল দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে আইন ও বিচার বিভাগ দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার চালু রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং

ইতোমধ্যে কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিকে পরাহত করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমান আইনি সুযোগ লাভের সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্যের এটি একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি ।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৮-১০
২.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	১১
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	১২
৩.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	১২
৩.২	আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	১২
৩.৩	আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহ	১২
৪.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলি	১৩-১৪
৫.	আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ	
৫.১	প্রশাসন-১ অনুবিভাগের কার্যাবলি	
	(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	১৫
	(খ) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন	১৫
	(গ) অধস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত গঠন ও পদ সৃজন	১৫
	(ঘ) নিয়োগ ও পদোন্নতি	১৫
	(ঙ) ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম	১৬
	(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৬-১৭
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	
	(ছ) ছুটি ও অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর	১৭
	(জ) অভিযোগ ও তদন্ত	১৭
	(ঝ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	১৮-২০
৫.২	বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি	
	(ক) বাজেট প্রস্তুত ও ছাড়করণ	২১
	(খ) পদ সৃজন	২১
	(গ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	২১
৫.৩	প্রশাসন-২ অনুবিভাগের কার্যাবলি	
	(ক) বিচার শাখা-৫ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২২
	(খ) বিচার শাখা-৮ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২২-২৭
	(গ) বিচার শাখা-৬ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৭-২৮
	(ঘ) বিচার শাখা-৭ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৮-২৯

৫.৪	মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলি	৩০-৩১
৫.৫	সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলি	৩২-৩৬
৫.৬	সুশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি	
	(ক) আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন	৩৭
	(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৩৭
৫.৭	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বিচার বিভাগ	৩৮-৪১
৫.৮	আইসিটি সেল	৪২
৬.	বাস্তবায়িত কর্মসূচির বিবরণ	৪৩
	আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জিত সাফল্য	৪৪
৭.	নিবন্ধন অধিদপ্তর	৪৫
৮.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	৪৬-৪৭
৯.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৪৮
১০.	মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার	৪৯
১১.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	৫০-৫২
১২.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	৫৩-৫৪
১৩.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	৫৫
১৪.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়	৫৬

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, বিদ্যমান জনবল, এ বিভাগের সংযুক্ত এবং অধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ অনুবিভাগ এর কার্যাবলি এবং এ বিভাগের আওতাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) এ আইন ও বিচার বিভাগ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হলো: (ক) যে কোনো মামলা হতে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান, (খ) বিচারিক বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কনভেনশন সম্পাদন, (গ) বিচারিক বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন, (ঘ) বিচার প্রশাসন, (ঙ) রাজস্ব আদালত ব্যতীত অন্য সকল আদালত ও কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের গঠন, এখতিয়ার ও ক্ষমতা নির্ধারন; এবং প্রাইজ কোর্ট ও আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়, (চ) আদালত ও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের নিয়োগ এবং তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারন, (ছ) সুপ্রীম কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকের নিয়োগ এবং তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারন, (জ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয় এবং (ঝ) আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহে ফিস্ আদায়; জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প এবং কোর্ট ফিস্ ও স্ট্যাম্প শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়।

৩। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সর্বমোট ০৫(পাঁচ)টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ সময়ে সর্বমোট ১৭ (সতের) জন আসামিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ০৫ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বাকি ৮ জন আসামি রায় প্রকাশের আগেই মৃত্যুবরণ করেছে।

৪। বিচার ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে Evidence Act, 1872 সংশোধনীর মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। Evidence (Amendment) Act, 2022 এর মাধ্যমে ডিজিটাল রেকর্ড ও ফরেনসিক পদার্থ বা বস্তুসমূহকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে বিচারকাজ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমকে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করা-সম্পর্কিত ১৫৫ ধারার উপধারা (৪) বিলুপ্ত করা হয়েছে।

৫। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সলিসিটর অনুবিভাগের কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক 'সলট্র্যাক' (www.soltrack.gov.bd) নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। ওয়েবভিত্তিক এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানসমূহ আদালতে চলমান সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা সম্পর্কে আপডেট তথ্য পেয়ে থাকে।

৬। মামলার দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি এবং সুনির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিচারিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় আইন মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগে আইন ও বিচার বিভাগ বিচারকদের জন্য নতুন পদ সৃজনে কাজ করে যাচ্ছে। বরিশাল, গাজীপুর ও রংপুরে মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে আরও বিচারকের পদ সৃজনে আইন ও বিচার বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

৭। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সরকারের প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে ই-জুডিসিয়ারি শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত ডিপিপির উপর পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ প্রদান করে। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৩.১১.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৭.০৪.২০২৩ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিচার বিভাগ ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে এটি সহায়ক হবে।

৮। ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে স্ব স্ব প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সাথে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের একটি আন্তঃসংযোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ও মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি মহোদয়ের প্রচেষ্টায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষাকালে তৈরিকৃত সফটওয়্যার দ্বারা এসব সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দলিলের কপিসহ ল্যান্ড ট্রান্সফার (এলটি) নোটিশ এসি ল্যান্ড অফিসে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১ সালের ১০ জুন হতে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত উক্ত ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে মোট ৮১,৪৬৪টি দলিল ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজড করার লক্ষ্যে 'ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

৯। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে অধিক শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে একটি জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মাদারীপুর জেলার শিবচরের প্রস্তাবিত জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি স্থাপন (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে।

১০। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে ৩২ হাজার ১৮৯ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় হেল্প লাইন কলসেন্টার থেকে ১০ হাজার ১২৬ জনকে জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আপসে পক্ষদের মোট ৪৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯২ টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। মামলা সঠিক সময়ে নিষ্পত্তির জন্য আদালতের পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সারাদেশে ৫৭ হাজার ৮৩৭টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ অর্থবছরে সর্বমোট আইনি সেবা প্রাপকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ১৫ জন জন। তাছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে ১,৫৫৯ জন কে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৫,০৮,৭৭০/- টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে কারাগারে আটকে থাকা ১১৩৯৪ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিচার বিভাগ তার গঠন ও কার্যাবলি যুগোপযোগী করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাবে।

২. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আমাদের মহান নেতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রূপকল্প (Vision)

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ব্যয়ে সুবিচার প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব হিসেবে জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার কর্মরত আছেন। এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২২৭ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৪৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ৫১ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৪২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৩৪ জন।

৩.৩ সংযুক্ত/অধীন অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসমূহের নাম

১. নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
২. সরকারি অছি ও সরকারি রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৪. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
৬. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৭. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
৮. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।
৯. রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আইন ও বিচার বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

১৪ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ:

আইন ও বিচার বিভাগের সাথে পরামর্শ।– (১) আইন ও বিচার বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হবে-
(ক) যে কোনো বিষয় হতে উদ্ভুত সকল আইনগত প্রশ্নে;
(খ) যে কোনো প্রসিডিং হতে উদ্ভুত আইনের ব্যাখ্যার প্রশ্নে;
(গ) মৃত্যুদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষমার কোনো আবেদন এবং অন্য কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর বা কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাসকরণ সম্পর্কে পরামর্শদানের পূর্বে;
(ঘ) কোনো আদালতে দায়েরকৃত কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলায় সরকারকে জড়িত করার পূর্বে; এবং
(ঙ) যখনই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হয়।

(২) আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যম ব্যতীত এবং উক্ত বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোনো মন্ত্রণালয়ই সরাসরি অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে পরামর্শ করবে না।

(৩) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে, বিষয়টি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। যে কোনো মামলা হতে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান।

২। বিচারিক বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কনভেনশন সম্পাদন।

৩। বিচারিক বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন ।

৪। বিচার প্রশাসন।

৫। রাজস্ব আদালত ব্যতীত অন্য সকল আদালত ও কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের গঠন, এখতিয়ার ও ক্ষমতা নির্ধারন; এবং প্রাইজ কোর্ট ও আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়।

৬। আদালত ও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের নিয়োগ এবং তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারন।

৭ । সুপ্রীম কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকের নিয়োগ এবং তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারন।

৮। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

৯। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জেএটিআই) সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১০। আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহে ফিস্ আদায়; জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প এবং কোর্ট ফিস্ ও স্ট্যাম্প শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়।

১১। সরকারি আইন কর্মকর্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি; অ্যাটর্নি জেনারেল,অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌসুলি (জিপি), পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), বিশেষ প্রসিকিউটর এবং সকল বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন ও সংস্থার আইন উপদেষ্টাগনের নিয়োগ এবং তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারন।

১২। সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা।

১৩। উইল, উইলবিহীন বিষয় ও উত্তরাধিকার।

১৪। দেওয়ানি মোকদ্দমায় সমন জারি ও দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি জারি, ভরনপোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত্যুবরণকারী বিদেশি নাগরিকের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।

১৫। সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে দায়েরকৃত মোকদ্দমায় দাবি বা লিখিত জবাবে স্বাক্ষর ও সত্যায়ন করতে কর্মকর্তগণকে ক্ষমতা প্রদান ।

১৬। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের পদায়ন, বদলি ইত্যাদিসহ বাংলাদেশ বিচার-কর্মবিভাগের প্রশাসন।

১৭। এই বিভাগের অধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ।

১৮। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য রাষ্ট্র ও এই বিভাগের উপর ন্যস্ত কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও সমঝোতা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১৯। মহাপ্রশাসক; সরকারি ট্রাস্টি ও সরকারি রিসিভার নিয়োগ এবং তাঁদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারন।

২০। এই বিভাগের উপর ন্যস্ত যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান অনুষ্ঠান ও তার পরিসংখ্যান সংরক্ষন।

২১। আদালতসমূহে আদায়কৃত ফিস্ ব্যতীত এই বিভাগের উপর ন্যাস্ত যে কোনো বিষয় সংক্রান্তে ফিস আদায়।

২২। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশু ও নাবালক, দত্তক, যৌথ পরিবার এবং তার বিভাজন।

২৩। আইনগত কার্যক্রম ও তার উপর মতামত প্রদান।

২৪। দেওয়ানি কার্যপ্রণালি।

২৫। ফৌজদারি আইন ও ফৌজদারি কার্যপ্রণালি।

২৬। সাক্ষ্য ও শপথ ।

২৭। ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি ।

২৮। সালিশি ও তার পরিসর।

২৯। দেউলিয়াত্ব ও দেউলিয়া।

৩০। সম্পত্তি হস্তান্তর।

৩১। নিবন্ধন।

৩২। অর্থঋণ ও অর্থদাতা।

৩৩। গরীব ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান, নিঃস্ব ব্যক্তি ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার-বঞ্চিত অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান।

৩৪। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

৫.১ প্রশাসন-১ অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-১ অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখা ও পরিকল্পনা অধিশাখা রয়েছে। প্রশাসন-১ অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-১, বিচার শাখা-৩ ও বিচার শাখা-৪ নামে ৩ টি শাখা রয়েছে।

(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ

এ বিভাগের বিচার শাখা-৪ হতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ, ছুটি মঞ্জুর, পেনশন আনুতোষিক ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপিল বিভাগের বিচারক বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী-কে বাংলাদেশ প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ও হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপিল বিভাগ
১	৮ ডিসেম্বর, ২০২২	৩ (তিন) জন	আপিল বিভাগ
২	৩১ জুলাই, ২০২২	১১ (এগার) জন অতিরিক্ত বিচারক	হাইকোর্ট বিভাগ

(খ) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন:

ক্রম	আইনের নাম	গেজেটে প্রকাশের তারিখ	ধরণ
১.	Evidence (Amendment) Act, 2022 (২০২২ সালের ২০ নং আইন)	২০ নভেম্বর, ২০২২	সংশোধন
২.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ছুটি, পেনশন ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সালের ০১ নং আইন)	১৯ জানুয়ারি, ২০২৩	নতুন

(গ) অধস্তন আদালত গঠন ও পদ সৃজন

২০২২-২৩ অর্থবছরে গাজীপুর, রংপুর ও বরিশাল মহানগরীতে মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের জন্য ৩৬০টি স্টেনোটাইপিস্ট পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

(ঘ) নিয়োগ ও পদোন্নতি:

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১০২ জন সহকারী জজকে চুড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, অধস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্যে হতে নিম্নে উল্লিখিত মতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকগণকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়:

ক্রমিক	পদোন্নতিকৃত পদ	সংখ্যা
১	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের পদ	১৯২ জন
	সর্বমোট=	১৯২ জন

(ঙ) ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

করোনা মহামারিকালে দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও দিকনির্দেশনায় এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০' জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ১১ মে ২০২০ তারিখ হতে ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ৩ লক্ষ ২২৮টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,৫১,১৪৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। গত ৩১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে ১০ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ১৪,২৫৪ টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৭ হাজার ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকার বিচারকর্মে নিয়োজিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল বিচারককে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল পর্যায়ের বিচারকদের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করা হয়েছে।

(১) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের বিচার শাখা-১ ও বিচার শাখা-৩ থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা
১	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	১৩২তম ও ১৩৩তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কোর্স	১১৫ জন
২	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৪৫তম-৪৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে	১৪৫জন
৩	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৭৮তম ও ৭৯তম মিলিটারি ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ	৫৭ জন
৪	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	জাইকা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৯০ জন
৫	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও The International Centre of the ILO (ITCILO) এর যৌথ উদ্যোগে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১৩৯ জন
৬	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেম ফর চাইল্ড প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প কর্তৃক শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে	৬৮ জন

(২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা
১	বিভিন্ন পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা	জাপানে উচ্চশিকার উদ্দেশ্যে প্রেষণ মঞ্জুর	০৩ জন
২	বিভিন্ন পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা	উইএন মিশন	৩ জন
৩	বিভিন্ন পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা	অন্যান্য প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৯ জন

(ছ) ছুটি মঞ্জুর

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নেবর্ণিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও এ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মচর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটিও এ বিভাগ হতে মঞ্জুর করা হয়। এ অর্থবছরে মঞ্জুরকৃত ছুটির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	ছুটির বিবরণ	সংখ্যা
১	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের অবকাশ ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৭৭ জন
২	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	২০৮
৩	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	৪৮
৪	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের শিক্ষা ছুটি/প্রেশন মঞ্জুর মঞ্জুর	১০
৫	মাতৃকালীন ছুটি	২৮
৬	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	১২৯
৭	আদালত অবকাশকালীন সময়ে বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান	৫৬
৮	বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর	২৩
৯	এ বিভাগে কর্মকর্তা/কর্মচারী বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	১৫
১০	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস/আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মকর্তাদের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	১৪০

(জ) অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩২৪ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাসপোর্ট গ্রহণ/নবায়নে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জমি/গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত ২০টি আবেদন মঞ্জুর করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার আবেদন/বই প্রকাশ/বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতা, পরীক্ষার খাতা মুল্যায়নের অনুমিত প্রদান করা হয় ৬টি। বিভিন্ন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে কর্মকর্তা হিসেবে ১৫১৭ জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়। দেওয়ানি আদালত অবকাশকালীন সময়ে ৬৯ জনে ভ্যাকেশন জজ নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৬৩০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অবকাশ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৩৭ জন সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের কর্মকর্তাকে বদলি এবং ২২৯ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে।

(ঝ) অভিযোগ ও তদন্ত

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচার বিভাগ-কে দুর্নীতি মুক্ত এবং জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ দ্রুত ও সঠিকভাবে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	গৃহীত	ব্যবস্থা
১।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	২টি
২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি	২০টি
৩।	অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যাখা তলব	১৪টি

আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ:

আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে পরিকল্পনা অধিশাখা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও ব্যয়	বিবরণ	সাফল্যের/অগ্রগতির হার
১	"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে নির্মাণ (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় ঃ ২২৬০৩৪.২৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদ কাল ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০২৩।	এ প্রকল্পে ৪১ টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মিত হবে এবং ২২টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩টি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে বিচারিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য উদ্বোধন করা হয়েছে। এ নিয়ে সর্বমোট ৩৪ জেলায় বিচারিক কাজের জন্য ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। ২১টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%
২	''দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) '' শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৩৬৫৯৯.৯৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	এ প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন এবং ৬৫টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ৫টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন এবং ৪৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবনের মধ্যে ৬টির নির্মাণকাজ সম্পন্ন ও ০৩ টির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং ৬৫টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনের মধ্যে ৩৬ টির নির্মাণকাজ সম্পন্ন ও ১৪টির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%
৩	'অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (সংশোধিত)' প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৭০৫৭.০০ লক্ষ	সুষ্ঠু, দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে বিচার কার্য এবং বিচার ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে লক্ষ্য করে অধ:স্তন আদালতের বিচারকগনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে ৫৪০ জন বিচারককে বৈদেশিক	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৬৫%

	টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	প্রশিক্ষ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য অষ্টোলিয়ায় ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৩৮৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুসঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় : ১৩৮০৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।	এ প্রকল্পের আওতায় সুপ্রীম কোর্টের জন্য নতুন ১২ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিগত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। ভবনটির নাম করণ করা হয়েছে 'বিজয়-৭১'। 'বিজয়-৭১' ভবনে ৩২টি এজলাস এবং মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য ৫৬টি চেম্বারের সংস্থান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী-বিও, এবিও, পিও এবং অন্যান্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস কক্ষের সংস্থান করা হয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ১০০%
৫	"বাংলাদশে বার কাউনন্সিল ভবনের র্বতমান জায়গায় ১৫ তলা ভবন নির্মাণ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ১৩১০৮.২৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের আইনজীবিগণের লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকারী হিসেবে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান করা। আইনজীবিগণের বিচারের জন্য গঠিত পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য দাপ্তরিক স্থান সংস্থান করণ। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইজীবি এবং বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৯৫%
৬	"স্ট্রন্দেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেমে ফর চাইল্ড প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৯০৯.০০ লক্ষ	শিশু আইন ২০১৩ সংশোধন করার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠিত ১৬টি শিশু আদালতকে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু আইন, ২০১৩-এর আদলে চালুকরণ। অধ:স্থন আদালতের বিচারক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টদের শিশু আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৪৫%

	টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	বিধি এবং এতদ্বিষয়ে আইনগত সহায়তার ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি। শিশু আইন, ২০১৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদক্রান্ত কারিকুলাম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। শিশু আইন, ২০১৩-এর প্রয়োগ বিষয়ে মনিটরিং-এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচারিক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং প্রবেশন অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় ও রিপোর্ট প্রদানের কৌশল প্রতিষ্ঠা। ইতোমধ্যে ১৭টি প্রশক্ষিণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশক্ষিণের মাধ্যমে বিচারক, আইনজীবী, প্রবেশন র্কমর্কতা, পুলশি র্কমর্কতা শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে প্রশক্ষিণ গ্রহণ করছে।	
৭	“ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সংশোধিত)’’ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ১৬০.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের মেয়াদকাল: নভেম্বর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	(১) দলিল রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বা ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি প্রচলনের উপযোগিতা যাচাই; (২) ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়ারের প্রকৃতি যাচাই; (৩) ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের জন্য সফটওয়ার ব্যবহারের জন্য হার্ডওয়ারের প্রকৃতি যাচাই ও পরিমাণ নির্ধারণ; (৪) হাতে লিখা এলটি নোটিশ এর পরিবর্তে ই-এলটি নোটিশ জারীর পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন; (৫) হাতে লিখা বালাম বা ভলিউম এর পরিবর্তে ডিজিটাল বালাম এর প্রচলনের সাম্ভাব্যতা যাচাই; (৬) ডিজিটাল সূচীকরণ বা ই-ইনডেক্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করণ; (৭) বিদ্যমান ম্যানুয়াল দলিলসমূহ ডিজিটাইজ করার সাম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ। (৮) পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন; (৯) পরীক্ষামূলক সফটওয়ারের মাধ্যমে এলটি নোটিশ (ই-এলটি নোটিশ) জারিকরণ; (১০) ডিজিটাল সূচীকরণ বা ই-ইনডেক্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করণ; (১১) পরীক্ষামূলক সফটওয়ারের ভিত্তিতে মূল সফটওয়ারের প্রকৃতি নির্ধারণ; (১২) সারা বাংলাদেশে ই-রেজিস্ট্রেশন চালু করণে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামোর (সফটওয়ার এবং হার্ডওয়ারসহ) প্রক্ষেপন করণ; (১৩) সারাদেশে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন করণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরিচালন; (১৪) সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ১০০%

৫.২ বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি

বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে বাজেট অধিশাখা এবং উন্নয়ন অধিশাখা রয়েছে। বাজেট অধিশাখার অধীনে বাজেট- ১ ও বাজেট-২ নামে ২টি শাখা রয়েছে। উন্নয়ন অধিশাখার অধীনে উন্নয়ন শাখা রয়েছে।

(ক) বাজেট প্রস্তুত ও ছাড়করণ:
বাজেট অধিশাখার মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত অর্থবছরের বাজেট ছাড়করণ করা হয়েছে।

(খ) পদ সৃজন
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ সালে সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা
১.	২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ১৯২৩,৯৩,০০, ০০০/- (এক হাজার নয়শত তেইশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ) টাকার বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ১৯২৩,৯৩,০০, ০০০/- (এক হাজার নয়শত তেইশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ) টাকার মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ১৬১৩,২২,০০,০০০/- (এক হাজার ছয়শত তেরো কোটি বাইশ লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩১০, ৭১,,০০,০০০/- (তিনশত দশ কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা।	সম্পন্ন হয়েছে
২.	ঢাকা জেলার জজশীপের দক্ষিণ পার্শ্বের সাবেক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এর টিনসেড ভবনের ফাঁকা স্থানে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজগণের জন্য ১,৩০,০০,০০০/- (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকায় ০৪টি এজলাস ও ০৪টি খাসকামরা স্থাপনসহ মোট ০৭টি এজলাস ও খাসকামরায় ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৩.	গাজীপুর জজশীপের দুইজন অতিরিক্ত জেলা জজ এর দুইটি নতুন খাসকামরা এবং এলাস নির্মাণ বাবদ ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৪.	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া চৌকি আদালতের জন্য সেমিপাকা ভবন, খুলনা জেলার কয়রা চৌকি আদালত ভবনের পাশে একটি অস্থায়ী আদালত ভবন এবং মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা চৌকি আদালত ভবনের ছাদ সংস্কার ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য সর্বমোট ৯০,০০,০০০ (নব্বই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৫.	ময়মনিংসহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা চৌকি আদালত প্রাঙ্গণে গৌরিপুর ও নান্দাইল আদালতের জন্য সেমিপাকা ভবন নির্মাণের জন্য ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৬.	১০টি জেলা জজ আদালত এবং ২টি সাবরেজিস্ট্রি অফিস ভবনের বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ/মেরামত/বৈদুতিক কাজের জন্য ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৭.	দেশের ৬৪টি জেলা আইনজীবী সমিতিকে ভবন নির্মাণের সহায়তা হিসেবে বিশেষ অনুদান বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা এবং বই পুস্তক ক্রয় বাবদ বই পুস্তক মঞ্জুরি খাতে ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৮.	গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৬টি পদ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮৩ টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে

৫.৩ প্রশাসন-২ অনুবিভাগের কার্যাবলি:

আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-২ অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-২ অধিশাখা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা রয়েছে।

প্রশাসন-২ অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-৫ ও বিচার শাখা-৮ নামে ২টি শাখা রয়েছে।

বিচার শাখা-৫ এর গৃহীত কার্যক্রম

১। বিভাগ আধুনিকীকরণ : আইন ও বিচার বিভাগের বেশ কিছু কক্ষ আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

২। আইন ও বিচার বিভাগের অডিট নিষ্পত্তি : আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অডিট নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিচার শাখা-৮ এর গৃহীত কার্যক্রম

বিচার শাখা-৮ এ বিভাগের প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি শাখা। এ শাখা আইন ও বিচার বিভাগের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয় সাধন করে। বিচার শাখা-৮ এর প্রধান কাজ হলো জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং সচিব কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ শাখা যোগাযোগ রক্ষা করে এবং চাহিত মতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান ও প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, অধীন প্রতিষ্ঠান, সংস্থার নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান, প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে এ শাখা থেকে। বিচার শাখা-৮ এর সিনিয়র সহকারী সচিব আইন ও বিচার বিভাগের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। কাউন্সিল অফিসার হিসেবে এ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব জাতীয় সংসদের সাথে সমন্বয় সাধন করে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিচার শাখা-৮ এ সম্পাদিত কাজের তথ্য প্রদান করা হলো:

(ক) প্রশ্নোত্তর প্রেরণ

একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৫টি প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে । এছাড়া, একাদশ জাতীয় সংদের চতুর্দশ অধিবেশন থেকে সপ্তদশ অধিবেশন পর্যন্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য মোট ৯৪ টি প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণ

একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৬তম-২২তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ বিভাগের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে । তাছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১ নং সাব-কমিটি ৫ম এবং ২নং সাব-কমিটির ৬ষ্ঠ-১০ম বৈঠকের আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ বিভাগের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে

(গ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৪টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

(ঘ) রাষ্ট্রপতির ভাষনের তথ্য প্রেরণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২৩ সালের প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রণয়নকৃত ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য আইন ও বিচার বিভাগের (বাংলা ও ইংরেজি) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যায়ন পত্র প্রেরণ

৩০ জুন ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতিসমূহের নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(চ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(ছ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তথ্য প্রেরণ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক Rules of Business,1996 এর Rule 25(3) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরের সম্পাদিত বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ।

(জ) **নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ**

নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮-এ ঘোষিত বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতির তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ছে।

(ঝ) **নামের তালিকা প্রেরণ**

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থায় কর্মরত উপসচিব/তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে/ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঞ) **ওয়ার্কশপ/সেমিনারে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান**

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ /সদস্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে ।

(ট) **টেলিফোন সংযোগ**

৪ জন কর্মকর্তাকে নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে; ৩ জন কর্মকর্তার টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে, ৪ জন কর্মকর্তার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ করা হয়েছে ও ৩ জন কর্মকর্তার টেলিফোন সংযোগ স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঠ) **কমিটি গঠন**

এপিএ, এসডিজি, নৈতিকতা কমিটি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রতিবেদন প্রেরণ

১। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহেরআইন ও বিচার বিভাগের ২৯টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। এ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থার মাসিক প্রতিবেদন এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এবং এসডিজি'র অগ্রগতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন

২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১৭২ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিম্নোক্ত মতে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১০ম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিবরণী:

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	নৈতিকতা ও সেবাপরায়ণতা	২৯-১২-২০২২	২
২.	দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক	২৯-১২-২০২২	২
৩.	সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	০১-০১-২০২৩	
৪.	দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন	০১-০১-২০২৩	২
৫.	ই-নথির ব্যবহার	০২০১-২০২৩	২
৬.	এপিএ ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণ	০২-০১-২০২৩	২
৭.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক স্কিম	০৩০১-২০২৩	২
৮.	সরকারি কর্মচারিদের (নিয়মিত উপস্থিতি), বিধিমালা, ২০১৯	০৩-০১-২০২৩	২
৯.	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার	০৪-০১-২০২৩	২
১০.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও কর্মচারিদের করণীয়	০৪-০১-২০২৩	২
১১.	গার্ড ফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা	০৫-০১-২০২৩	২
১২.	তথ্য অধিকার আইন	০৫-০১-২০২৩	২
১৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	০৮-০১-২০২৩	২
১৪.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	০৮-০১-২০২৩	২
১৫.	পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ	০৯-০১-২০২৩	২
১৬.	অফিস সময় ও নিয়মিত উপস্থিতি	০৯-০১-২০২৩ন	২
১৭.	হিসাব ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক ক্রয়	১০-০১-২০২৩	২
১৮.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	১০-০১-২০২৩	২
১৯.	অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপত্যা	১১-০১-২০২৩	২
২০.	ছুটি বিধিমালা	১১-০১-২০২৩	২
২১.	যানবাহন ও দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার	১২০১-২০২৩	২
২২.	পিপিএ,২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮	১২-০১-২০২৩	২
২৩.	পত্র গ্রহণ	১৫-০১-২০২৩	২
২৪.	আবাসন নীতিমালা	১৫-০১-২০২৩	২
২৫.	বাংলা ভাষার শূদ্ধ প্রয়োগ ও বানান রীতি	১৬-০১-২০২৩	২
২৬.	অফিসে প্রযুক্তির ব্যবহার	১৬-০১-২০২৩	২
২৭.	নথি খোলা ও শ্রেণীকরণ	১৬-০১-২০২৩	২

২৮.	বিদ্যুৎ ও পানি অপচয় রোধ	১৬-০১-২০২৩	২
২৯.	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন	১৭-০১-২০২৩	২
৩০.	দাপ্তরিক পত্র লিখন ও প্রেরণ	১৭-০১-২০২৩	২
৩১.	স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা	১৭-০১-২০২৩	২
৩২.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখন	১৮-০১-২০২৩	২
৩৩.	নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন	১৮-০১-২০২৩	২
৩৪.	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা		
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

(খ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের (১১-১৯) তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং	**প্রশিক্ষণের বিষয়**	**তারিখ**	**সময়/ঘন্টা**
১.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	০৯-১১-২০২২	২
২.	দাপ্তরিক কাজে টিমওয়ার্ক	০৯-১১-২০২২	২
৩.	সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	১০-১১-২০২২	২
৪.	দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন	১০-১১-২০২২	২
৫.	স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা	১৩-১১-২০২২	২
৬.	এপিএ ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণ	১৩-১১-২০২২	২
৭.	সরকারি কর্মচারিদের জন্য কল্যাণমূলক স্কিম	১৪-১১-২০২২	২
৮.	সরকারি কর্মচারিদের (নিয়মিত উপস্থিতি), বিধিমালা, ২০১৯	১৪-১১-২০২২	২
৯.	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম	১৫-১১-২০২২	২
১০.	সিটিজেন চার্টার ও কর্মচারীদের করণীয়	১৫-১১-২০২২	২
১১.	ই নথির ব্যবহার	১৬-১১-২০২২	২
১২.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮	১৬-১১-২০২২	২
১৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	১৭-১১-২০২২	২
১৪.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	১৭-১১-২০২২	২
১৫.	পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ	২০-১১-২০২২	২
১৬.	অফিস সময় ও নিয়মিত উপস্থিতি	২০-১১-২০২২	২
১৭.	দাপ্তরিক ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা	২১-১১-২০২২	২
১৮.	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন	২১-১১-২০২২	২
১৯.	অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপত্যা সম্পর্কে আলোচনা	২২-১১-২০২২	২
২০.	ছুটি বিধিমালা	২২-১১-২০২২	২
২১.	যানবাহন ও দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার	২৩-১১-২০২২	২
২২.	পিপিএ,২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮	২৩-১১-২০২২	২
২৩.	পত্র গ্রহণ ও পত্র জারি	২৪-১১-২০২২	২
২৪.	আবাসন নীতিমালা	২৪-১১-২০২২	২
২৫.	বাংলা বানান রীতি	২৭-১১-২০২২	২
২৬.	অফিসে প্রযুক্তির ব্যবহার	২৭-১১-২০২২	২
২৭.	নথি খোলা ও শ্রেণীকরণ	২৭-১১-২০২২	২
২৮.	বিদ্যুৎ ও পানি অপচয় রোধ	২৭-১১-২০২২	২
২৯.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	২৮১১-২০২২	২
৩০.	দাপ্তরিক পত্র লিখন	২৮১১-২০২২	২
৩১.	গার্ড ফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা	২৮-১১-২০২২	২
৩২.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখন	২৯-১১-২০২২	২
৩৩.	নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন	২৭-১০-২০২১	২

৩৪.	আধনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	২৮-১০-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

(গ) ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ২০তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তালিকা:

ক্র: ন:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ ঘণ্টা
১.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে	১৮-১০-২০২২	২
২.	নৈতিকতা ও সেবাপরায়ণতা	১৮-১০-২০২২	২
৩.	সভা সেমিনার আয়োজন ব্যবস্থাপনা	১৯-১০-২০২২	২
৪.	অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯-১০-২০২২	২
৫.	স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা	২০-১০-২০২২	২
৬.	এপিএ ও শুদ্ধাচার কর্মপরিল্পনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২০-১০-২০২২	২
৭.	টেলিফোন ব্যবহারে সৌজন্য	২৩-১০-২০২২	২
৮.	সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯	২৩-১০-২০২২	২
৯.	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার	২৪-১০-২০২২	২
১০.	সিটিজেন চার্টার ও কর্মচারীদের করণীয়	২৪-১০-২০২২	২
১১.	কম্পিউটার খোলা, বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা	২৫-১০-২০২২	২
১২.	সরকারি কর্মচারীদের (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮	২৫-১০-২০২২	২
১৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	২৬-১০-২০২২	২
১৪.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার, ব্যবস্থানপা ও ব্যবহার	২৬-১০-২০২২	২
১৫.	অফিস সময় ও নিয়মিত উপস্থিতি	২৭-১০-২০২২	২
১৬.	কর্মচারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা	২৭-১০-২০২২	২
১৭.	দাপ্তরিক ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা	৩০-১০-২০২২	২
১৮.	অফিস সহায়কদের দায়িত্ব অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা	৩০-১০-২০২২	২
১৯.	অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা সম্পর্কে আলোচনা	৩১-১০-২০২২	২
২০.	ছুটি বিধিমালা	২১-১০-২০২২	২
২১.	দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার	০১-১১-২০২২	২
২২.	অফিসে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা	০১-১১-২০২২	২
২৩.	পত্র গ্রহণ ও পত্র জারি	০২-১১-২০২২	২
২৪.	কর্মচারীদের পোষাক বিষয়ক দিক-নির্দেশনা	০২-১১-২০২২	২
২৫.	বাংলা বানান নীতি	০৩-১১-২০২২	২
২৬.	অফিসে প্রযুক্তির ব্যবহার	০৩-১১-২০২২	২
২৭.	নথি খোলা ও শ্রেণীকরণ	০৩-১১-২০২২	২
২৮.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	০৩-১১-২০২২	২
২৯.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	০৬-১১-২০২২	২
৩০.	দাপ্তরিক পত্র লিখন রীতি	০৬-১১-২০২২	২
৩১.	অফিসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অফিস সহায়কদের ভুমিকা	০৬-১১-২০২২	২
৩২.	প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপ লিখন	০৭-১০-২০২১	২
৩৩.	নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন	০৭-১০-২০২১	২
৩৪.	সরকারি কর্মচারিদের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ	০৭-১০-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ:

এই বিভাগের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের ১১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে খাগড়াছড়ি (টিটিসি) তে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার কাজ:

রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-৬ ও বিচার শাখা-৭ নামে ২টি শাখা রয়েছে।

বিচার শাখা-৬ এর গৃহীত কার্যক্রম

(ক) নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজের বিবরণ

নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলি আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৬ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নিবন্ধন সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

নিবন্ধন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত পত্র সংখ্যা ৮৫০টি, যার মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে ৮০০টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৫০টি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	নিবন্ধন সম্পর্কিত হতে সম্পাদিত কাজের বিবরণী	২০২২-২৩ সালের নিষ্পন্ন কাজ
১।	সাব-রেজিস্ট্রার/জেলা রেজিস্ট্রার পদে বদলি	১৮৪ জন সাব-রেজিস্ট্রার ও ৭ জন জেলা রেজিস্ট্রার এর বদলীর আদেশ জারি করা হয়েছে।
২।	পদোন্নতি	সাব-রেজিস্ট্রার হতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে, জেলা রেজিস্ট্রার হতে আইআরও পদে, আই.আর.ও পদ হতে এআইজি পদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ১৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
৩।	আনীত অভিযোগের তদন্ত, বিভাগীয় মামলা, ও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।	রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের ৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
৪।	মুক্তিযোদ্ধা/মুজিবনগর কর্মচারীদের চাকুরির বয়স ১ বছর বৃদ্ধি	১৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বয়স ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫।	রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল/আনুতোষিক মঞ্জুরি	২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভবিষ্যৎ তহবিল ও আনুতোষিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৬।	পারিবারিক পেনশন ও ল্যাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর	রেজিস্ট্রার/সাবরেজিস্ট্রাদের পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত ৪টি নথি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ল্যাম্প গ্রান্ট সংক্রান্ত ৯টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
৭।	পেনশন, পি,আর, এল ,ভবিষ্য তহবিল ও অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি সংক্রান্ত	(ক) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত ০৫টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে; (খ) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রারদের মাসিক অবসর ভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুরী সংক্রান্ত ২৫টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

		(গ) ৭৩ জন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। (ঘ)১৩ জন কর্মকর্তার শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৮।	চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান	মোট ১ জন সাব-রেজিস্ট্রারের অন্যত্র চাকরি হওয়ায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	অডিট আপত্তি	৬৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ব্রডসিটের জবাব প্রদান করা হয়েছে।
১০।	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন	জেলা রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট জেলার অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলির অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

(খ) নোটারি পাবলিক সংক্রান্ত কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগ নোটারি পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারি পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারি পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)নতুনভাবে নোটারী পাবলিক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। নিম্নে নোটারি সংক্রান্ত কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো:

(ক) সারা বাংলাদেশে মোট নোটারীর পাবলিকের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন। ২০২৩-২০২৩ অর্থ-বছরে মোট ১০৩ জন নোটারী পাবলিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, ১৬৮টি নোটারী লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ও ৭টি নোটারী লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।।

(খ) প্রায় ১, ৭৫,০০০ টি নোটারাইজড ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

বিচার শাখা-৭ এর গৃহীত কার্যক্রম

(ক) বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৭ কর্তৃক নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	গৃহীত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন
১	নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ	৯০ জন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে।
২	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ	৩ জন হিন্দু বিবাহ নিন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে।
৩	স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রটর নিয়োগ	সমগ্র বাংলাদেশে ১ জন স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রটর নিয়োগ করা প্রদানহয়েছে।
৪।	লাইসেন্স বাতিল	বাল্য বিবাহসহ নানাবিধ অভিযোগের কারণে সারাদেশে ৯ জন মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
৫।	প্যানেল আহ্বান	৬৯টি অধিক্ষেত্রে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য প্যানেল আহ্বান করা হয়েছে।
৬।	কারণ দর্শানো	বিভিন্ন অভিযোগে ৮জন নিকাহ রেজিস্ট্রারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৭।	তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ	বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩০টি তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	প্যানেল বাতিল	মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২ সালে ১টি প্যানেল বাতিল করা হয়েছে।
৯।	মোকদ্দামায় প্রতিদ্বন্দিতা	সরকার পক্ষে ২৫টি রিট পিটিশনে করা হয়েছে।

(খ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনসহ বিভিন্ন অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে ৩ (তিন) জন মুসলিম নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

৫.৪ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্মসচিব ও ৪ জন উপসচিব কর্মরত আছেন । Rules of Busssiness, 1996 এর Rule-14 এবং Allocation of Busssiness এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রদত্ত মতামত প্রদানের সংখ্যা
১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪
২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
৩	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩
৪	অর্থ মন্ত্রণালয়	৭
৫	ভূমি মন্ত্রণালয়	৬
৬	রেলপথ মন্ত্রণালয়	২
৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১
৮	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১০
৯	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪
১০	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১
১১	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	২
১২	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫
১৩	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১০
১৪	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১
১৫	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৩
১৬	অডিট ভবন	১
১৭	হিসাব ভবন	২
১৮	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১
১৯	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৭
২০	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১
২১	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৬
২২	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬
২৩	পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়	১
২৪	বানিজ্য মন্ত্রণালয়	২
২৫	জননিরাপত্তা বিভাগ	৪
২৬	ঢাকা বন বিভাগ	১
২৭	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১
২৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
২৯	এসডিজি	১
৩০	মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১

৩১	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২
৩২	মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়	১
৩৩	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৪
৩৪	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
৩৫	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ	১
৩৬	রাজস্ব ভবন	১
৩৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১
৩৮	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১
৩৯	কর্মকমিশন সচিব	১
৪০	ধর্ম মন্ত্রণালয়	১
৪১	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১
৪২	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	১
৪৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১
৪৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১
৪৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১
৪৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১
৪৭	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১
৪৮	প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২
৪৯	পরিকল্পনা বিভাগ	১
৫০	ওজিএসবির মামলা/রিট পিটিশন সংক্রান্ত	১
	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা=	১৬৬
	সর্বমোট নথির প্রাপ্তির সংখ্যা=	১৮০

৫.৫ সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলি

সলিসিটর অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যে কোনো মামলা দায়ের/পরিচালনা/পরামর্শ প্রদান ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে কোনো মামলা পরিচালনা কিংবা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যপরিধির অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া, বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ প্রদান উচ্চ আদালতে আপিল, রিভিশন, রিভিউ কিংবা অন্য যে কোনো ধরণের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার সমর্থনে এ অনুবিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সলিসিটর অনুবিভাগ হতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে বর্ণিত হলো:

(ক) ফৌজদারি শাখা:

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তি	মোট
১	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে আপীল দায়ের	৫৬টি	৫৬টি	৫৬টি
২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে রাষ্ট্র বিবাদী পক্ষে এ.ও.আর নিয়োগ	৮১টি	৮১টি	৮১টি

৩	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ক্রিমিনাল আপীল দায়েরের পক্ষে এ.ও.আর নিয়োগ	১২৫টি	১২৫টি	১২৫টি
৪	বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	২৩৪টি	২৩৪টি	২৩৪টি
৫	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য আবদেনকারীকে অনুমতি প্রদান	২৭২টি	২৭২টি	২৭২টি
৬	ডেথ রেফারেন্স মামলার ষ্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত	১২৩টি	১২৩টি	১২৩টি
৭	ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৮৫টি	১৮৫টি	১৮৫টি
৮	হাইকোর্ট বিভাগ হতে প্রাপ্ত ফৌজদারি আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	২৪৯টি	২৪৯টি	২৪৯টি
৯	হলফনামা সম্পাদনান্তে মেমো অব আপীল অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	৩৭টি	৩৭টি	৩৭টি
১০	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন হিসাব শাখায় প্রেরণ	৩৩০২টি	৩৩০২টি	৩৩০২টি
১১	এ.ও.আর দাখিলকৃত (ক্যাভিয়েট) চূড়ান্ত বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	৮৫টি	৮৫টি	৮৫টি
১২	বিভিন্ন মামলার প্রাপ্ত দফাওয়ারি জবাব বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৮৬টি	১৮৬টি	১৮৬টি
১৩	মৃত্যুদন্ড মামলায় স্টেট ডিফেন্স আইনজীবীর বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	২৭টি	২৭টি	২৭টি

(খ) এটি/এএটি শাখাঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তি	পেন্ডিং
১	সল এটি/ এএটি (সুপ্রীম) আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের সংক্রান্ত	৯৭টি	৯৭টি	০০
২	সল এটি (মতামত) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের প্রস্তাব	১৩৯টি	১৩৯টি	০০
৩	আপীল বিভাগে রিভিউ দায়ের	১৫টি	১৫টি	০০
৪	বিবিধ বিষয়ে আইনগত মতামত	২২টি	২২টি	০০
৫	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে ও আপীল বিভাগে আইনজীবী নিয়োগ	৫৯১টি	৫৯১টি	০০
৬	আইনজীবীগণের বিল প্রদান	৬১৬টি	৬১৬টি	০০

(গ) দেওয়ানি শাখা

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তির শতকরা হার
১	সিভিল রিভিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	৭২টি	৭২টি	
২	প্রথম আপিল/প্রথম বিবিধ আপিলের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	৫৪টি	৫৪টি	
৩	প্রথম বিবিধ আপিল/প্রথম আপিল/ সিভিল রিভিশন	৮৩টি	৮৩টি	

	মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা			
৪	আপীল বিভাগ সংশ্লিষ্ট আপিল/রিভিউ	৬২টি	৬২টি	
৫	বিবিধ বিষয়ে মতামত	৩টি	৩টি	
	মোট=	২৭৪টি	২৭৪টি	১০০%

(ঘ) জিপি/পিপি শাখা

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পত্রের সংখ্যা	নিস্পত্তি
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকতা নিয়োগ প্রদান।	০১ টি	০৫ জন
২	Winrock International's [USAID's Fight Slavery and Trafficking-In-Persons (FSTIP) Activity] কর্তৃক রাজশাহী জেলায় অনুষ্ঠিতব্য ÓTrafficking in Persons and Protection of Victims Rights in Rajshahi শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য চাপাঁইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও রাজশাহীর আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	৩৮ জন
৩	স্ট্রেনথেনিং রুল অফ ল' প্রোগ্রাম এবং সলিসিটর উইং এর যৌথ উদ্যোগে Virtual System (Zoom Platform) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য খুলনা জেলার ২৫(পঁচিশ)জন আইন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	২৫ জন
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট মারুফা আকতার এর নিয়োগাদেশ বাতিল।	০১ টি	০১ জন
৫	ময়মনসিংহ জেলা'র জেলা জজ আদালতে আইন কর্মকতা নিয়োগ প্রদান।	০১ টি	০১ জন
৬	পটুয়াখালী জেলা'র নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১ টি	০১ জন
৭	বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/মন্ত্রণালয় হতে সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারি আইনজীবীর প্যানেল নিয়োগের অনাপত্তি প্রদান।	১৬ টি	১৬জন
৮	রাজবাড়ী জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি জনাব খান মোহাম্মদ জহুরুল হক এর নিয়োগাদেশ বাতিল প্রদান।	০১ টি	০১ জন
৯	সুনামগঞ্জ জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জনাব ড. মোঃ খায়রুল বুমেনকে পিপি পদ হতে অব্যাহতি প্রদান।	০১টি	০১জন
১০	শেরপুর জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জনাব চন্দন কুমার পালকে পিপি পদ হতে অব্যাহতি এবং জনাব ফারহানা পারভীনকে এপিপি পদ হতে অব্যাহতি প্রদান।	০২টি	০২ জন
১১	ময়মনসিংহ জেলা'র সাইবার ট্রাইব্যুনালে জনাব মোঃ মসিউর রহমানকে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১ টি	০১ জন
১২	U.S. Department of Justice's Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) কর্তৃক আয়োজিত "Electronic Evidence in Financial Investigations and Prosecutions" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য সলিসিটর অনুবিভাগের অফিসার এবং সরকারি আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন।	০১টি	০৪ জন

১৩	National Centre for State Courts (NCSC) কর্তৃক আয়োজিত 'Trial Mangement of Counter Terrorism Cases' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য রংপুর জেলার আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	১৫ জন
১৪	বিভিন্ন জেলার আদালত সমূহে সরকারি আইন কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান।	১০টি	১০ জন
১৫	চট্টগ্রাম জেলা'র মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি জনাব মোঃ ফখরুদ্দিন চৌধুরী এর নিয়োগাদেশ বাতিল এবং তদস্থলে অতিরিক্ত পিপি জনাব মোঃ আবদুর রশীদকে পিপি পদে নিয়োগ প্রদান।	০১ টি	০১ জন
১৬	চট্টগ্রাম জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জনাব উম্মে হাবিবা এপিপি পদ হতে পদত্যাগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
১৭	বাগেরহাট জেলা'র জেলা জজ আদালতের জনাব মোল্লা মোজাফফর আলীকে জিপি পদ হতে পদত্যাগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
১৮	পটুয়াখালী জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০২ টি	০২ জন
১৯	কুমিল্লা জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জনাব তানজিনা আক্তার এবং জনাব ফাহমিদা জেবিন এপিপি পদ হতে পদত্যাগ প্রদান।	০২টি	০২ জন
২০	United Nations Office on Drugs and Crime কর্তৃক আয়োজিত New Delhi, India তে অনুষ্ঠিতব্য "South Asia Regional Consultation on Wildlife Crime" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আইন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	০২ জন
২১	National Centre for State Courts (NCSC) কর্তৃক আয়োজিত "Challenges in Admissibility of Electronic Evidence in Cybercrime Cases" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য খুলনা জেলার আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	২৫ জন
২২	সিলেট জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে অতিঃ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১ টি	০১ জন
২৩	National Centre for State Courts (NCSC) কর্তৃক আয়োজিত 'Counter Terrorism Case Management and Admissibility of Electronic Evidence' সিলেটে শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	২৫ জন
২৪	কক্সবাজার জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ প্রদান।	১টি	০১ জন
২৫	পটুয়াখালী জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
২৬	শেরপুর জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
২৭	সুনামগঞ্জ জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
২৮	কিশোরগঞ্জ জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০২ জন
২৯	পিরোজপুর জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০৬ জন

৩০	সিলেট জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১ টি	০১ জন
৩১	হবিগঞ্জ জেলা'র নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-০২ এ বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
৩২	বরিশাল জেলা'র নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর বিশেষ পিপি জনাব ফয়জুল হক ফয়েজ এর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।	০১ টি	০১ জন
৩৩	নেত্রকোনা জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ১জন অতিরিক্ত পিপি পদত্যাগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
৩৪	International Organization for Migration (IOM) Bangladesh কর্তৃক আয়োজিত বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা এ অনুষ্ঠিতব্য " Rollout training on strengthening capacity of the Judges and Public prosecutors in dealing with Human Trafficking Cases Using a Victim-centered Approach" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	২০ জন
৩৫	National Centre for State Courts (NCSC) কর্তৃক আয়োজিত গুলশান-২ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য "Use of Digital Evidence in Terrorism and Cyber_Case Trial" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান।	০১টি	২০ জন
৩৬	বরিশাল জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
৩৭	সিলেট জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
৩৮	পটুয়াখালী জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
৩৯	নড়াইল জেলা'র নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-০২ এ বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান।	০১টি	০১ জন

(ঙ) রিট-১ শাখা

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক আপীল (CP/CMP) দায়েরের প্রস্তাব সংখ্যা	মন্তব্য
১।	২৭৭টি মামলার মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) এবং মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের করার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।	২৭৭ জন AOR নিয়োগ পূর্বক আপীল/রিভিউ দায়ের করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যাশি দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করায় কিছু আপীল দায়েরর প্রস্তাব গৃহিত হয়নি। প্রত্যাশি দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে যা পাওয়া মাত্রই নিয়মিত আপিল/রিভিউ দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(চ) রিট- ১ শাখা

দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা (মাসভিত্তিক)	দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
জুলাই, ২০২২	৮৫৯	৪২৪
আগস্ট, ২০২২	১৯১৩	১৪৯৩

সেপ্টেম্বর, ২০২২	৭৯২	২০৬
অক্টোবর, ২০২২	১৫০১	৫১২
নভেম্বর, ২০২২	১৭৮০	২১০৯
ডিসেম্বর, ২০২২	১৩১৪	১১২৪
জানুয়ারি, ২০২৩	১৪৯০	১২০২
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৩৭৯	৯২৮
মার্চ, ২০২৩	১৫১৬	৯৫৯
এপ্রিল, ২০২৩	৮৭৭	৪২৩
মে, ২০২৩	১৭৫৪	১১৬৬
জুন, ২০২৩	১৬৩৪	৯৯১
মোট	১৬,৮০৯	১১,৫৩৭

রিট-২ শাখা

নথির প্রকৃতি	মোট প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা			মোট নিষ্পত্তিযোগ্য পত্রের সংখ্যা	মোট নিষ্পত্তি	কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রেরণ এবং কার্যক্রম নেই এমন পত্রের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার
	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া	পূর্বের যাচিত তথ্য ও কাগজপত্রসহ				
সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	৩২টি	২৮টি	২৯টি	৬১	৬১	-	১০০%

৫.৬ সুশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি

ক) আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ১৬.৩ এর নেতৃত্বদানকারী বিভাগ হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রোডম্যাপে চিহ্নিত রয়েছে । উক্ত অভীষ্ট এর মূল বিষয় আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য আইনের সহজগম্যতার উদ্ধতি সম্প্রসারণ করা। উক্ত অভীষ্ট অর্জনে আইন ও বিচার বিভাগ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে এ বিভাগ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও পরিমাপকঃ

কর্মসম্পাদন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়ন নির্ভর করে সঠিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective) ও কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে নির্বাচিত কার্যসম্পাদন সূচকের (Key Performance Indicator) উপর।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল :

- বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করে মামলা জট হ্রাস;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে চাহিত সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে চাহিত সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে প্রদান;
- চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন ও সাব-রেজিস্ট্রি ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর আদালতে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- আদালতে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

৫.৭. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বিচার বিভাগ

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ অর্থবছর ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন এবং অর্থবছর ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহের সাথে সংগতি রেখে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্জনে একটা সময়সীমা নির্ধারণ করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব বিষযের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলাগুলোর দ্রুততর নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক ও আইনগত সহায়তা প্রদান।

প্রধান ক্ষেত্র: বিচার ও আইনের শাসন বাংলাদেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান, আধা-আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান এবং বিচারের অধিকারের কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সরকার কর্তৃক বহুল স্বীকৃত একটি বিষয়। এমনকি, জাতিসংঘের প্রণীত এসডিজির আওতায়, 'সকলের জন্য বিচারের অধিকার' শীর্ষক এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারের বিশেষ তাগিদও পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে এটি সর্বজনবিদিত যে, কোন জাতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভাবনা আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রনীতির দ্বারা সম্পদের অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার সক্ষমতার ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল। তবুও, বিচারিক সেবা জনগণের জন্য অভিগম্যতাযোগ্য, সাশ্রয়ী ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিচার বিভাগের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। তাই, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে:

১. বর্তমানে বিশ্বের বিচারক-জনসংখ্যার সর্বনিম্ন অনুপাতের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যার ফলে দেশে বিশাল মামলাজট এবং তাদের নিষ্পত্তির নিম্নহার পরিস্থিতি বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে, সর্বশেষ তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিচারক রয়েছেন প্রায় ১.১ জন, অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিচারকরে সংখ্যা গড়ে ২ থেকে ২.২৫ জন-এ তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নীচে। ফলশ্রুতিতে, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিচারক-জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিচার বিভাগে নিয়োগ ত্বরান্বিত করবে।

২. গবেষণামূলক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিছু প্রশাসনিক জেলা মামলাজটের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধিতে 'পাইপলাইন' হিসেবে কাজ করে। এসব 'পাইপলাইন' জেলাগুলোর জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে করে উক্ত প্রশাসনিক জেলাগুলোতে অবস্থিত জেলা আদালতসমূহ কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান পায়।

৩. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। উক্ত কৌশলপত্রে আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগের কার্যকারিতা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, কৌশল ও কার্যক্রম বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় উক্ত লক্ষ্য, কৌশল ও কার্যক্রমের- যেগুলো অসম্পূর্ণ বা অবাস্তবায়িত রয়েছে- সেগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

৪. জেলা পর্যায়ের আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সাধারণ, ছোটোখাটো বা হয়রানিমূলক মামলার সংখ্যা কমিয়ে এনে তাঁদের ওপর মামলার চাপ কমানো এবং সত্যিকার অর্থে আইনি প্রতিনিধিত্ব ও রায়ের জন্য অপেক্ষমান গুরুতর এবং জটিল মামলাগুলোকে পরিচালনার জন্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় কর্মরতদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫. জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনতে স্বল্প খরচে সুষ্ঠু ও দ্রত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৬. আদালতগুলোতে অতিমাত্রায় মামলাজটের প্রেক্ষাপটে সরকার বিচার বিভাগের নীরিক্ষা সংক্রান্ত (Justice Audit) প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ফলাফলের নিরীখে একটি দ্বিমুখী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবে, যা সমস্ত বিচারাধীন, নিস্পত্তি হয়নি এমন মামলা যাচাই-বাছাই করবে এবং নতুন মামলাসমূহের কঠোর ও দৃঢ় বাছাই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলার জট পর্যবেক্ষণ কমিটিসমূহ তাদের চলমান কাজ অব্যাহত রেখে, ৫ থেকে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন মামলার যাঁচাই-বাছাই করবে যাতে করে সেগুলো নিষ্পত্তি বা খারিজ করে দেয়া যায় এবং এতে করে 'চলমান' মামলা থেকে রায়ের জন্য অপেক্ষমান মামলা ছাঁটাই সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিস্পত্তিকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে সত্যিকার অর্থেই এগুলো বিচারাধীন নাকি অনানুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা করে নিস্পত্তি করে সম্ভব তা মূল্যায়নের জন্য পরিপূরক যাচাই কার্যক্রমও সম্পাদন করা হবে।

৭. সরকার নারী ও শিশুদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যামান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করবে। নারী ও শিশু আদালতে ক্রমবধিষ্ণু বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা হবে। নারী ও শিশু আদালতের কার্যক্রমের ওপর একটি সামগ্রিক/সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে, যাতে করে সেই অনুযায়ী সেবা প্রদানে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

বিচারে অভিগম্যতা :

১. বিচার কার্যে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর আনুমানিক ২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করবে।

২. সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করবে, যেন এই সংস্থাটির সেবা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছতে পারে এবং আইনি সমস্যা সমাধানে বিচার ব্যবস্থায় তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে। ২০০৯ সাল থেকে এ সংস্থাটি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের আইনি সহায়তা প্রদানে পুরোদমে কাজ করছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আইন সহায়তা কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট আইন সহায়তা অফিস, ২টি শ্রম আদালত আইন সহায়তা কেন্দ্র এবং জাতীয় হেল্পলাইন কল সেন্টার প্রভৃতি জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতায় সরকারি আইনি সহায়তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবুও, সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এ সংস্থার প্রধান সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৪ জেলাতেই আইন সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ২০১৭ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলাতেই কোন আইন সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা নেই।

৩. বিচার ব্যবস্থায় অভিগ্যমতা সুগম করতে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এনজিও ও অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাতে বিভিন্ন প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে এবং তা মানসম্মত আইনি সহায়তা প্রদানে সহায়ক হবে।

৪. আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত কৌশল এবং কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সমস্যা অনুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এটি আইনি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য অসহায় জনগোষ্ঠীর অনুপাত এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য মূল্যায়ন ও লিপিবদ্ধ করবে যাতে করে এসব তথ্য পর্যালোচনা করে কারা, কখন এবং কি কি কারণে বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতা পেয়েছে তা জানা যায়।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিচার বিভাগকে এগিয়ে নিতে উন্নত পদক্ষেপসমূহ :

ই-জুডিসিয়ারি: বাংলাদেশ সরকার বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সজাগ রয়েছে। বিচারক এবং আদালতের কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার ও সংযোগ সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার সহায়তা প্রদান প্রভৃতি এই ডিজিটাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, ডোমেইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে ত্রিমুখী সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাহায্য নিয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ২৬৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, হার্ডওয়্যার সরবরাহ এবং সংযোগ সহায়তা প্রদান ত্বরান্বিত করার একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক জেলায় মাঠ পর্যায়ে বিচার বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন প্রোগ্রামার এবং কয়েকজন সহকারী প্রোগ্রামার, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানকারী কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে।

স্বতন্ত্র প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা:

প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত, তাৎক্ষণিক এবং বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন একটি দৃশ্যমান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অ্যাডিশনাল এজি, ডিএজি, এবং এএজি নিয়োগের সুপারিশ করবে। সরকার ক্রমান্বয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। প্রাথমিকভাবে, উল্লেখিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের ৭০ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হবে সরকার কর্তৃক নির্বাচিত নিবন্ধিত আইনজীবীদের মধ্য থেকে। অবশিষ্ট্য ৩০ শতাংশ নিয়োগ হবে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অনুসরণের পূর্বে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নিয়োগ বিধি, শৃঙ্খলা বিধি, সেবা বিধি, পদায়ন ও পদোন্নতি বিষয়ক নির্দেশিকা, চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি দলিলাদি প্রণয়ন করা হবে।

জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা:

বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সকল যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি উচ্চাকাংখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্য পূরণে বিচার বিভাগও প্রয়োজনীয় অবদান রাখবে। উন্নত দেশগুলোর মত বিচার বিভাগের উচ্চতর অবস্থান নিশ্চিত করতে একটি জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। জুডিশিয়ালি একাডেমি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা, মানসম্মত পাঠ্যক্রম রচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তর্জাতিক বিষয় সমন্বয় সাধন এবং নিম্ন ও উচ্চ উভয় আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে। এ একাডেমিটি রাজধানী ঢাকার আশেপাশে অবস্থিত হতে পারে এবং এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি নিশ্চিত করতে প্রায় ৩৫ একরের মত জমির প্রয়োজন হতে পারে।

অধ:স্তন আদালতে কর্মরত বিচারকগণের পেশাগত উন্নয়ন:

বাংলাদেশ সরকার কর্মরত অবস্থায় বিচারকগণের ক্রমাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত রয়েছে। বিশেষত, সাইবার ক্রাইম, অনলাইন সুরক্ষা, বহুজাতিক সন্ত্রাসবাদ, বিচার প্রক্রিয়ায় তথ্য- প্রযুক্তির ব্যবহার, ডিজিটাল আদালত ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত অপরাধ বিচার, কিশোর অপরাধ বিচার, পারিবারিক নির্যাতন, অফশোর

কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অফশোর অপরাধ ও বিরোধ, সমুদ্র আইন, জলবায়ু পরিবর্তন আইন ও নীতি, এনার্জি বিষয়ক আইন ও নীতি, টেকসই উন্নয়নের জন্য বিচার বিভাগীয় পরিকল্পনা, বিচার বিভাগীয় প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ, উপকূলবর্তী এলাকা ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সুরক্ষা, পরিবেশগত পরিকল্পনা, গভর্ন্যান্স এবং ন্যায়বিচার, পরিবেশগত আদালত পদ্ধতি, বহুজাতিক সামুদ্রিক সীমানা স্থান-সংক্রান্ত পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আধুনিকতম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার উল্লিখিত সকল বিষয়ের ওপর বিচারকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে বিশেষায়িত প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে বিশেষায়িত দল গঠন করবে।

৫.৮ আইসিটি সেল

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরেরর কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল:

<table>
<tr><th>কার্য পরিধি</th><th colspan="14">২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কার্যাবলী</th></tr>
<tr><td rowspan="4">জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতিবেদন
(Judicial MIS Report)</td><td colspan="14">আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লেখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়:</td></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>জুলাই '২২</td><td>আগস্ট '২২</td><td>সেপ্টেম্বর '২২</td><td>অক্টোবর '২২</td><td>নভেম্বর '২২</td><td>ডিসেম্বর '২২</td><td>জানুয়ারি '২৩</td><td>ফেব্রুয়ারি '২৩</td><td>মার্চ '২৩</td><td>এপ্রিল '২৩</td><td>মে '২৩</td><td>জুন '২৩</td></tr>
<tr><td></td><td>১০৩</td><td>১৬১</td><td>১৬০</td><td>১৬১</td><td>২৬১</td><td>২৪২</td><td>২০০</td><td>১৫৪</td><td>১৮০</td><td>১৭৬</td><td>১৮৫</td><td>১৩৯</td></tr>
<tr><td>বাজেট ও উন্নয়ন</td><td>জুলাই '২২</td><td>আগস্ট '২২</td><td>সেপ্টেম্বর '২২</td><td>অক্টোবর '২২</td><td>নভেম্বর '২২</td><td>ডিসেম্বর '২২</td><td>জানুয়ারি '২৩</td><td>ফেব্রুয়ারি '২৩</td><td>মার্চ '২৩</td><td>এপ্রিল '২৩</td><td>মে '২৩</td><td>জুন '২৩</td></tr>
<tr><td></td><td>৪১</td><td>৯৮</td><td>১৯৫</td><td>২২০</td><td>৩৪০</td><td>১৬৩</td><td>২৮১</td><td>২৭৪</td><td>২৬৬</td><td>৩১৬</td><td>২৪৭</td><td>৬৯</td></tr>
<tr><td>এমাইএস চার্ট
(MIS Chart)</td><td colspan="14">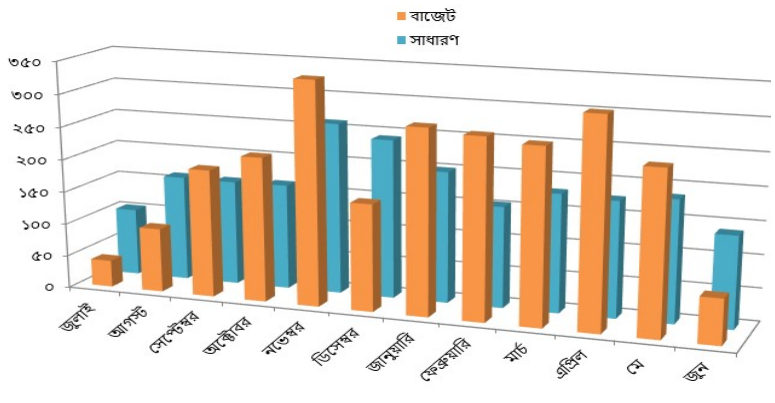
</td></tr>
</table>

৬. বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ

১। জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগ এবং সারাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ, আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তরে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২২' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাসময়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করা হয়।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২২' এর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ শোকসভায় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবিরসহ উভয় বিভাগ এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

একই সাথে সারাদেশে জেলা ও মহানগর পর্যায়ের আদালতে বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে মাহফিল ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২২' এর কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন সারাদেশের জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহেও যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২২' এর কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জিত সাফল্য

৭. নিবন্ধন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দলিল নির্ভুল থাকলে ভূমির মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের অধস্তন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্বের বিচারে দলিলকে প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন অফিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

ভৌত কাঠামো: মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর অফিস ভবন নির্মাণ/পুন:নির্মাণের বিষয়ে একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল জেলা-রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য নিজস্ব বিভাগীয় ভবন নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে অবশিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনসমূহ নির্মাণ/পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প 'নিবন্ধন দপ্তরসমূহের উন্নয়ন' অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্মিত ভবন সংখ্যা ২৩টি।

পদোন্নতি: ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনবল সংকট নিরসনকল্পে আই.আর.ও পদে হতে এ, আই,জি পদে ০২ জন; জেলা রেজিস্ট্রার হতে আই.আর.ও পদে ২ জন; সাব-রেজিস্ট্রার হতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে ৯জন কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, সারাদেশে কর্মরত মোহরার/টি,সি মোহরার হতে জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের ১১৪ জন-কে অফিস সহায়ক পদে পদোন্নতি এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত ১২২ জন- নকলনবিশ-কে মোহারর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বালাম বহির সরবরাহ: সারাদেশে বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহে বিতরণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ৭১,৫১৮টি বালাম সরবরাহ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন: বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, নিবন্ধন অধিদপ্তরসহ সারাদেশে কর্মরত সহায়ক কর্মচারী, দলিল লেখক , নিকাহ রেজিস্ট্রার-কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫০ জন জেলা রেজিস্ট্রার, ২৪৯ জন সাব-রেজিস্ট্রার, নিবন্ধন , ৩,৬৮৬ জন সহায়ক কর্মচারী, ৩,২৩০ জন দলিল লেখক, ৬২১ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারের অংশগ্রহণে বাল্যবিবাহ বিরোধে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও আদায়কৃত রাজস্বের পরিসংখ্যান: রেজিস্ট্রেশন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়	দলিল সংখ্যা
২০২২-২০২৩	১০৪৯৭,৩৩,৪৭,১৮৬/-	৪৬২৭৬,৩৭,৭০৯৮/-	১৫১২৪,৯৭,২৪২৮৪/-	৩৯,৯১,২৪৫

ছুটি ও অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০ জন জেলা রেজিস্ট্রারের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, ১৫ জন জেলা রেজিস্ট্রারের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, ০৪ জন জেলা রেজিস্ট্রারের অবসর-উত্তর ছুটি, ৬ জন জেলা রেজিস্ট্রারের প্রেষণ মঞ্জুর, ২৬ জন সাব-রেজিস্ট্রারের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, ১৩ জন সাব- রেজিস্ট্রারের অর্জিত ছুটি, ৫৯ জন সাব- রেজিস্ট্রারের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, ১৭ জন সাব- রেজিস্ট্রারের অবসর-উত্তর ছুটি, ১৯ জন সাব- রেজিস্ট্রারের প্রেষণ মঞ্জুর এবং জ০৫ ন সাব- রেজিস্ট্রারের মাতৃকালীন ছুটি, ৮৬জন কর্মচারীর বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ৭৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাসপোর্ট গ্রহণ/নবায়ন করা হয়েছে।

৮. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে সিভিল আপিল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারির মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করা হয়। এরপর ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কমিশন নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়:

(ক) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি এর চেয়ারম্যান ও হবেন;
(খ) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক;
(গ) অ্যাটর্নি জেনারেল, পদাধিকারবলে;
(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে;
(চ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ছ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের একজন ডীন অথবা অধ্যাপক;
(জ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে;
(ঝ) জেলা জজ, ঢাকা, পদাধিকারবলে;

কমিশনের দায়িত্ব

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ অথবা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যেকোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে, সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা।
- শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজনকরাসহ প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

১. ১৫শ বিজেএস এর মৌখিক পরীক্ষা গত ৩০.০৭.২০৩২২ খ্রিঃ হতে ১,০১, ২০০৩ মিঃ তারিখ পর্যন্ত কমিশন সচিবালয়ের কনফারেন্স রুমে গ্রহণ করা হয়। কমিশনের ১৩০তম সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ২৪.০১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ১৫শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০২২ এ সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ও মনোনীত ১০৩ জন প্রার্থীর রোল নম্বরের তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্ধারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৫শ বিজেএস পরীক্ষণ, ২০২২ এ সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ও মনোনীত ১০৩ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে (সহকারী জন্ম) নিয়োগ নির্মিত গত ৩০.০৪.২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১২৬

নং স্মারক এবং ০৪.০৯.২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৩৬ নং স্মারকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

২. আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ১০০ (একশত) টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ দিতে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের নির্মিত ১৬শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০২৩ এর প্রিলিমিনারী পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি গত ০৭.০২.২০২৩ খ্রিঃ তারিখ প্রচার করা গত ১৮.০৩.২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ প্রিলিমিনারী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গত ২১.০৮.২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩১.০৫.২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ১৪৮ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা ১০০০ কেন্দ্রে গ্রহণ করা হয়।

৩. শিক্ষানবিশ সহকারী জজ্যজুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের ২য় অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০২২ এর ফলাফল গত ২৪.০১.২০২৩ খ্রিঃ তারিখ কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ২৮.০১,২০২৩ খ্রিঃ তারিখ প্রকাশ করা হয়।

৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন সচিবালয়ে কম্পিউটার অপারেটর এর ২টি, ক্যাশিয়ার এর ১টি ও অফিস সহায়ক এর ১টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের ৮ম তলায় অবস্থিত একটি কক্ষ বিজেএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত আছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য ভাড়া দেয়া হয়ে থাকে। উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন সেন্টার হিসাবে ০১.০৭.২০২২ তারিখ হতে ৩০.০৬.৩০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১,৪৪,০০০/- (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা আদায় করা হয়ছে যা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ছে।

৬. গত ০৭.০৮.২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী-এর নেতৃত্বে কমিশন প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কমিশন কর্তৃক ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের জন্য গত ০১.০৬.২০২৩ ও ০৮.০৬.২০১৩ খ্রিঃ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স প্রথম পর্যায় আয়োজন ও সম্পন্ন করা হয়।

৯. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ সালের ১৫ নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনে বর্ণিত পেশাজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও ইনস্টিটিটিউট বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কৌশুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটরসহ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ ইনস্টিটিউটের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ও দায়রা জজ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ (সেরেস্তাদার), ইনস্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌশুলীদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান সেমিনার, ওয়ার্কসপসহ মোট ২৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্স সমূহের মাধ্যমে ৭৯৯ জন পুরুষ ও ২০২ জন মহিলাসহ মোট ১০০১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৫০১ জন বিচারক, ৯১ জন পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌশুলী, ৬০ জন কোর্ট সাপোর্ট ষ্টাফসহ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন। এছাড়া, ২৯ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে , বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট তার প্রতিষ্ঠালগ্ন তথা ০১ মার্চ ১৯৯৭ খ্রিঃ হতে অদ্যবধি মোট ১৩,৫২৪ জন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন যার মধ্যে ১১৩৭৬ জন পুরুষ এবং ২১৪৮ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী।

(খ) শিশুঘর স্থাপন

ইনস্টিটিউট ভবনের ৫ম তলায় প্রশিক্ষণার্থী মহিলা বিচারকগণের শিশুদের দুগ্ধ পানের জন্য ব্রেস্টফিডিং কর্নারসহ শিশুদের খেলাধূলার জন্য শিশুঘর স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শিশুঘরে প্রশিক্ষণার্থী বিচারকগণের সাথে আগত শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার সামগ্রী স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) রিসোর্স পার্সন কক্ষ ও কনফারেন্স রুম নির্মান

ইনস্টিটিউটে আগত রিসোর্স পার্সনগণের জন্য কোন মানসম্মত বিশ্রামকক্ষ ছিল না। রিসোর্স পার্সনগণকে ইনস্টিটিউটে এসে মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে অবস্থান করতে হতো। বিষয়টি উপলব্ধি করে রিসোর্স পার্সণগণের জন্য ৪র্থ তলায় একটি রিসোর্সপার্সন কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রয়োজনে সভা করার জন্য উক্ত কক্ষের পাশে একটি কনফারেন্স রুম তৈরী করা হয়েছে।

(ঘ) **গ্রন্থাগার পুনঃসংস্কার**

ইনস্টিটিউটে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণের পড়াশুনার পরিবেশ আরও মনোরম ও নিবিড় করার জন্য গ্রন্থাগারে উন্নতমানের বুকসেলফ তৈরী করাসহ উড প্যানেলিং করা হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থাগারটি দৃষ্টিনন্দন রূপ লাভ করেছে। একই সাথে গ্রন্থাগারের পুরাতন এসিসমূহ অপসারন করে নতুন ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এসি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঙ) সেমিনার হল সংস্কার

ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলের দুটি দরজাই যথেষ্ঠ পুরাতন ও সাধারন মানের ছিল। উক্ত দরজা দুটি অপসারনক্রমে বর্তমানে কারুকার্যখচিত দুটি উন্নতমানের সেগুন কাঠের দরজা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সেমিনার হলের বাহ্যিক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সেমিনার হলের বক্তৃতা মঞ্চের উপর উন্নতমানের কার্পেট ও মঞ্চে ওঠার সিড়িতে স্টেইনলেস স্টিলের রেলিং লাগানো হয়েছে।

(চ) **বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি**

ইনস্টিটিউটের বাগানের অভ্যন্তরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৃশ্যমান বেদী তৈরী করে কৃত্রিম সবুজ ঘাসের উপর JATI লেখা সম্বলিত LED SIGN স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাগানের অভ্যন্তরে পতাকা বেদী হতে বাহির পর্যন্ত দৃষ্টি নন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে বাগানের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার

মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার অফিসের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ২ (দুই)টি অবলুপ্ত কোম্পানী যথাঃ-

১। ১২/০৩/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অরনেট সার্ভিসেস লিঃ।

২। ১১/১২/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্সট্রুমেন্টস লিঃ।

৩ । ২৯/০৪/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৪৩/২০০৭, ভ্যানটেইজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এবং

৪ । ১২/০৪/১০১৭ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-১০৫/২০০০, ইসলামিক ট্রেড এন্ড কর্মাস লিঃ কে অবলুপ্ত ঘোষণা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত ৪(চার)টি কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন। মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলছে। অবলুপ্ত কোম্পানীর স্থাপব-অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৫% কমিশন সরকারি কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংক , ঢাকাতে জমা হয়েছে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এ্যাক্ট, ১৯৯৩, অফিসিয়াল ট্রাষ্ট্রি এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান অনুযায়ী এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। বর্তমানে ৭ (সাত)টি এষ্টেট এবং ৪(চার)টি ট্রাষ্ট এর কার্যক্রম চলমান আছে। এসব এষ্টেট এবং ট্রাষ্টের মোট আয়ের উপর সরকারি ২% কমিশন সরকারি কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়।

হেমেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় হতে স্থানীয় জনগণের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতায় প্রায় ১৫, ৫০০ (পনের হাজার পাঁচশত) টাকা গরিব ও দুঃস্থ জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকল্পে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" প্রণয়ন করে। এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে। "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনি কাঠামোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

সরকারি আইনি সেবাসমূহ

- সরকারি খরচে অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়েরের প্রয়োজন হলে সরকারি খরচে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা;
- মামলা দায়ের করার পূর্বে আপোস-মিমাংসার মাধ্যমে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আদালত থেকে প্রেরিত মামলাসমূহ মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিনামূল্য ওকালতনামা সরবরাহ;
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ;
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ;
- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ;
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ।

মামলায় আইনি সহায়তা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলা জজকোর্টে অবস্থিত ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ৩২,১৮৯ জন অসহায়,দুস্থ মানুষকে মামলায় আর্থিক সহায়তা দিয়ছে। যার মধ্যে ১৫,২৪৩ জন নারী, ১৬,৭৫৬ জন পুরুষ এবং ১৯৯জন শিশু ।

আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রস্থল

২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২৮২৯০টি (প্রি কেইস+পোস্ট কেইস) উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৭৮৩৭ জন উপকারভোগীকে সফলভাবে বিরোধ ও মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে পেরেছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের আইনগত দাবী/পাওনার প্রেক্ষিতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সর্বমোট ৪৬,৪৩,৪৪,৫৯২/- (ছিচল্লিশ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত বিরানব্বই) টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। সরকার এ উদ্দেশ্যে গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮৯এ ধারা সংশোধন করে

মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আদালত থেকে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারকে মামলা পাঠানোর ক্ষমতা প্রদান করে।

কারাবন্দীদের আইনগত সহায়তা লাভ

আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২১-২২ অর্থবছরে কারাগারে আটকে থাকা ১১,৩৯৪ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার

সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচারে প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান"প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০"এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে অফিস চলাকালীন সময়ে আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কলসেন্টার থেকে ২,৪১৫ জন নারী, ৭,৬৭৭ জন পুরুষ, ৩৩ জন শিশু এবং ১ জন তৃতীয় লিঙ্গেরসহ মোট ১০,১২৬ জনকে বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে আইনি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনগত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৩ সালে ঢাকার শ্রম আদালতে ও ২০১৬ সালে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করেছে। এ দু'টি সেল থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,৫৫৯ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নোটিশের মাধ্যমে ১৪৬ টি বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৫,০৮,৭৭০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আট হাজার সাতশত সত্তর) টাকা আদায় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশে বিদ্যমান সকল শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপিত হবে।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস

২০১৫ সালের পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে শুধুমাত্র জেল আপীল মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ১৮১টি মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং এ অফিস থেকে ১,৫০১ জনকে আইনি পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রদান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১৫ জন কর্মকর্তা, ৪৯৩ জন কর্মচারী এবং ৪০০ জন প্যানেল আইনজীবীকে দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন

সরকারি আইনি সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে সংস্থা ৬৪ টি জেলায় প্রচারণামূলক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭২২ টি সেমিনার/কর্মশালা/উঠান বৈঠক/গণশুনানী/স্কুল বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ৪৩,২১১ জনকে আইনি সেবা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

এপিএ ও শুদ্ধাচার কৌশল ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা** প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রথম সারিতে অবস্থান করছে।

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

২০২২-২৩ অর্থবছর: জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান		বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা (প্রি ও পোস্ট-কেইস)			আইনি সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ আদায় (প্রি ও পোস্ট-কেইস) (টাকায়)
		আইনি সহায়তা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	আইনি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	এডিআর এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধের সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা		
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৫০১	১৮১	৯৯				১৬৮২	
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস (৬৪ টি)	৩৬৬২২	৩২১৮৯	২৩৭৬৭	২৮২৯০	২৬৪৮৫	৫৭৮৩৭	১২৬৬৪৮	৪৬,৪৩,৪৪,৫৯২/-
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১১৭০	২২০	১১৯	১৬৯	১৪৬		১৫৫৯	৪৫,০৮,৭৭০/-
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি"১৬৪৩০"	১০১২৬						১০১২৬	
মোট	**৪৯৪১৯**	**৩২৫৯০**	**২৩৯৮৫**	**২৮৪৫৯**	**২৬৬৩১**	**৫৭৮৩৭**	**১,৪০,০১৫** (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পনেরো) জন	**৪৬,৮৮,৫৩,৩৬২/-** (ছিচল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকা

১২. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে ২৫.০৩.২০১০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। ২২.০৩.২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ নামে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে নামকরণ করা হয়। চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম এবং অপর দুজন সদস্য হিসাবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব আমির হোসেন এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবু আহমেদ জমাদার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, ০২ (দুই) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং ০৩ (তিন) জন সিনিয়র আইন গবেষণা অফিসারের পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তাঁরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন।

প্রসিকিউশন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ১৯ (উনিশ) জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৩ (তিন) জন অ্যাটর্নী জেনারেল, ০৯ (নয়) জন অতিরিক্ত অ্যাটর্নী জেনারেল এবং ০৭ (সাত) জন সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল এর পদমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২০ (বিশ) জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার ০২ (দুই) জন আইজিপি পদমর্যাদায়, ০১ (এক) অতিঃ আইজিপি পদমর্যাদায়, ০৫ (পাঁচ) জন এডি:এসপি পদমর্যাদায়, ০৮ (আট) জন এএসপি পদমর্যাদায় এবং ০৪ (চার) জন পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদা সম্পন্ন।

মামলা ও রায় সংক্রান্ত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিগত ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৫টি মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ৩০ জন আসামীর বিচার করা হয়েছে। মামলা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	আসামীর সংখ্যা	রায়ের তারিখ	মন্তব্য
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-১১/২০১৭	৭ জন [মামলা চলাকালীন ১ জন মৃত্যুবরণ করেন]	২৮.০৭.২০২২	৬ জন আসামীর মৃত্যুদন্ড

০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৯/২০১৭	৪ জন [মামলা চলাকালীন ৩ জন মৃত্যুবরণ করেন]	১৩.০৯.২০২২	১ জন আসামীর মৃত্যুদন্ড
০৩.	আই সিটি বিডি কেস নং ০৭/২০১৮	৯ জন [মামলা চলাকালীন ৩ জন মৃত্যুবরণ করেন]	২৩.০১.২০২৩	৬ জন আসামীর মৃত্যুদন্ড
০৪.	আই সিটি বিডি কেস নং ১১/২০১৬	৫জন	২০.০২.২০২৩	৫ জন আসামীর মৃত্যুদন্ড
০৫.	আই সিটি বিডি কেস নং ১১/২০১৮	৫ জন [মামলা চলাকালীন ১ জন মৃত্যুবরণ করেন]	২৫.০৬.২০২৩	৪ জন আসামীর মৃত্যুদন্ড

উক্ত মামলাসমূহের আসামীদের মধ্যে মোট ১৭ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে, ০৫ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বাকী ৮ জন আসামী রায় প্রকাশের আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

১৩. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (President's Order No. 46 of 1972) দ্বারা প্রতিষ্ঠত একটি সংস্থা । বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তাছাড়া, আরও ১৫ জন নির্বাচিত বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিনিধি উক্ত কাউন্সিলের সদস্য। বিজ্ঞ আইনজীবীগণের পেশাগত সনদ প্রদান, তাদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, পেশাগত শিষ্টাচার ও আচরণ নির্ধারণ এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ১৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত ১৫ তলা বার কাউন্সিল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন নীতিমালার আওতায় ২০২২ সালে হাইকোর্ট বিভাগে আইন পেশার পরিচলনার জন্য পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলআপ প্রথমবারের মতো টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করেছে এবং অধস্তন আদালতের তালিকাভুক্তির MCQ এবং লিখিত পরীক্ষার ফরম ফিলআপ অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪. অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো:

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলবৃন্দ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি তৈরী/সংশোধনীর প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকেন। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন। বিগত সালের কতিপয় যুদ্ধাপরাধীদের মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এছাড়া, কতিপয় চাঞ্চল্যকর ফৌজদারি মামলা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তি হয় এবং অত্র অফিসের আইন কর্মকর্তাগণ কযথাযথ গুরুত্ব দক্ষতা সহকারে মোকদ্দমাসমূহ পরিচালনা করেন এবং আদালতে বিচার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেন। শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত, ভয়ংকর অপরাধ সংক্রান্ত (আন্তর্জাতিক অপরাধসহ) মামলার তদন্ত, অপরাধী বিনিময় চুক্তি, তথ্য আদান-প্রদান, সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে যোগদানসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করে থাকেন।

আইন কর্মকর্তাগণ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষনিক মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা বা প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে।